ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের মিছিলের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ৫২ জনের নামে মামলা, গ্রেপ্তার-৫

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিলের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় ৫২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ থেকে ১২০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুর থানার এসআই মুজাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে এমামলাটি দায়ের করেন। মামলায় শেখ হাসিনাকে ১নং আসামী করে জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোটচাঁদপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিলের ঘটনায় আলামত জব্দের পর এসআই মুজাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করেন। মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ জানায়, ২১ সেপ্টেম্বর ভোরে কোটচাঁদপুর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কালীগঞ্জ-জীবননগর সড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে আটটি লাঠি জব্দ করা হয়। এগুলো মামলার আলামত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে কোটচাঁদপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ

শাহিনসহ ১৫ থেকে ২০ জনকে ব্যানার নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। শেখ হাসিনাকে আসামী করার ব্যপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তার নির্দেশে এসব হচ্ছে তাই তাকে আসামী করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু জনতা ব্যাংকের ভবানীপুর শাখা, নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবানীপুরে জনতা ব্যাংক পিএলসি, শাখাটি নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ ঘোষণা করেণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন ঘোষণা করেণ জনতা ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক-ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ।

অনুষ্ঠানে ভবানীপুর শাখার ব্যবস্থাপক অনিমেষ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ এরিয়া অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ আহসান ফারুক, খুলনার বিভাগীয় সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং ঝিনাইদহ কর্পোরেট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলাম প্রমূখ।

এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। ভবানীপুর শাখার এই নতুন ভবনে গ্রাহকদের আরও দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

এর আগে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এবং সবশেষে

দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এসময় শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ও ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শাখা ব্যবস্থাপক তার সমাপনী বক্তব্যে নতুন ভবনে সকল গ্রাহককে উন্নত সেবা নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঝিনাইদহে শিশু সাবা হত্যার দায়ে নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঝিনাইদহে আলোচিত শিশু সাইমা আক্তার সাবা হত্যা মামলায় একমাত্র আসামি প্রতিবেশী শান্তনা খাতুনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি গ্রামের শিশু সাবা গত বছরের ৩ ডিসেম্বর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত শান্তনা খাতুন নিহত শিশু সাইমা আক্তার সাবার প্রতিবেশী।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ম আদালতের বিচারক মো. হেলাল উদ্দীন এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলার এজাহার ও আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালের ৩ ডিসেম্বর সকালে পবহাটি গ্রামের সাইদুল ইসলামের সাড়ে তিন বছরের মেয়ে সাইমা আক্তার সাবা বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। পরে শিশুটির বাবা ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

ওই দিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে একই গ্রামের প্রতিবেশী আক্তারুজ্জামান মাসুমের ঘরের ভেতর থেকে শিশু সাবার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মাসুমের স্ত্রী শান্তনা খাতুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। পরে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মামলার তদন্ত শেষে ঝিনাইদহ সদর থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই)

ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মনোজ কুমার ঘোষ গত ৩০ ডিসেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৭ জন সাক্ষ্য দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, গ্রেপ্তারের পর দেওয়া জবানবন্দিতে শান্তনা খাতুন দাবি করেন, ঘটনার দিন তার ছেলে আবু জুবায়েরের সঙ্গে খেলতে গিয়ে শিশু সাবার মারামারি হয়। একপর্যায়ে সাবার মাথায় আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখার কথাও জবানবন্দিতে উল্লেখ করা হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট কাজী একরামুল হক বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত আসামি শান্তনা খাতুনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আসামির সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য উচ্চ আদালতে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পুলিশ পদক পাচ্ছেন ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের ইকলাচুর রহমান

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদঘাটন ও পেশাগত সততার স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) সেবা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. ইকলাচুর রহমান মিঠু। তিনি পিপিএম-সেবা ক্যাটাগরির তালিকায় ৪২ নম্বরে রয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-২ শাখা থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নাসরীন সুলতানা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১ মার্চ থেকে ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন, সেবায় অনন্য নজির স্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত এবং অন্যান্য উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে চার ক্যাটাগরিতে মোট

৯২ জন পুলিশ সদস্যকে পদক দেওয়া হচ্ছে।

জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত অবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও নিজস্ব গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে একাধিক ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড, মহাসড়কে ডাকাতি এবং আন্তঃজেলা অপরাধী চক্রের চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদঘাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এএসআই ইকলাচুর রহমান। ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান পরিচালনা ও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে তাঁর ভূমিকার কথাও স্থানীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এএসআই ইকলাচুর রহমান মিঠু বলেন, রাষ্ট্রীয় এই স্বীকৃতি পেশাগত কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের সেবায় আরও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

ঝিনাইদহে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ

ঝিনাইদহের ডেফলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২শত জন ছাত্র -ছাত্রীদের মাঝে ফলজ বৃক্ষেও চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে এই চারা বিতরণ করা হয়। দেশের জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে সোমবার সকালে শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকী। আরও উপস্থিত ছিলেন ডেফলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শাহিনুর আক্তার, সহকারী শিক্ষক রকিবুজ্জামান,আনোয়ার হোসেন, ইউসুফ আলী, সুজন কুমার, হাফিজুর রহমান, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার শাহীন আলম।

সেসময় প্রধান অতিথি আব্দুল হাই সিদ্দিকী ২শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের

মাঝে আম কাঠাল ও জাম ফলের চারা বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহে মাদক প্রতিরোধ ও মাদক বিরোধী মানববন্ধন

মাদক প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে মাদকবিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জেলা সিটিজেন ফোরাম ও মাদক প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠন দুটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিটিজেন ফোরামের সমন্বয়ক ফজলুর রহমান খুররমের সভাপতিত্বে মাদক প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান বাবুল, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সামছুল ইসলাম, সিটিজেন ফোরামের সদস্য আব্দুস সালাম, শাহানুর আলম, লাকি খাতুন, মনিরুজ্জামান মানিক, আসাদুজ্জামান আসাদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচীতে বক্তারা, যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সেই সাথে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নির্ভর না করে পরিবার, সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যুবদলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

সেসময় জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম আনন, নাসের আহম্মেদ সোহাগ, আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আবুল বাশার বাশি, সাংগঠনিক মোস্তাক আহম্মেদ, যুগ্ম সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ সোহেল, সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্য সচিব জুলফিকার আলী ভুট্টো, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মামুন, সদস্য সচিব মুক্তার হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে যুবদলের নেতাকর্মীরা এইচ এস এস সড়ক, পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, কেসি কলেজ এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক, ড্রেন ও আশপাশের জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন। একই সঙ্গে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে ফগার মেশিন নিয়ে মশক নিধন ঔষধ স্প্রে করেন। পাশাপাশি বাসাবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করেন।

মহেশপুরে প্রতিবেশীর লাঠির আঘাতে সাইকেল মেকানিক নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে গোয়ালঘরের পানি গড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে প্রতিবেশীর লাঠির আঘাতে আব্দুল জব্বার (৫০) নামে এক সাইকেল মেকানিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে উপজেলার হুদা

শ্রীরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে সাইকেল মেকানিক আব্দুল জব্বারের গোয়ালঘরের পানি গড়িয়ে প্রতিবেশী পলাশ হোসেনের বাড়ির দিকে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আব্দুল জব্বার ও পলাশ হোসেনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পলাশ হোসেন ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য আব্দুল জব্বারকে মারধর করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মারধরের পর আব্দুল জব্বার অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আজাদ রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহে মিথ্যা ধর্ষণচেষ্টার মামলা আদালতে খারিজ, বাদী কারাগারে

ঝিনাইদহে এক সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণচেষ্টা মামলার বাদী বিউটি খাতুন (৪৫) নামের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত বিউটি খাতুন শৈলকুপা উপজেলার বারইহুদা গ্রামের বাবর আলীর মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রের মাধ্যমে জানাযায়, বিগত পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ঝিনাইদহের পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ

বিশ্বাসের রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়েন এই বিউটি খাতুন। বিউটির বিরুদ্ধে জমি দখল, মাদক ব্যবসা, মামলা বাণিজ্য, বিয়ের প্রলোভনে ফেলে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়া সহ দেহব্যবসার মতে জঘন্য সব অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় কয়েকজন জানান, বিউটির পরিবারটি এই চরমুরারিদহ গ্রামের ক্যান্সার। বিউটির ছেলে রাতুল মাদক ব্যবসা করে, বিউটি নিজে দেহ ব্যবসা করে, বিভিন্ন লোককে বিয়ের প্রলোভনে ফেলে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার রেকর্ড আছে তার। এই বিউটির খপ্পরে যে পড়েছে, সেই শেষ হয়ে গেছে। কেউ জমি হারিয়েছেন, কেউ টাকা। পুরো চরমুরারিদহ গ্রামটি একাই শেষ করে ফেললো এই মহিলা। তার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিৎ।

এছাড়া বর্তমানে বিউটি যেখানে বাড়ি করে আছেন, সেই জায়গাটিও আওয়ামী লীগের সময়ে তার দখল করা, চেয়ারম্যান সাঈদের সন্ত্রাসী বাহিনীর সহযোগিতায় জমিটি দখল করে বাড়ি করেছিলেন বলে জানান স্থানীয়রা। সূত্র বলছে, ঝিনাইদহের চরমুরারিদহ গ্রামের একটি জমি নিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া বিউটি খাতুনের সাথে ঝিনাইদহের স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক মিরাজ জামান রাজের বিরোধ চলে আসছিলো দীর্ঘদিন ধরে। সেই জমিকে কেন্দ্র করে বিউটি খাতুন সাংবাদিক মিরাজ জামান রাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণচেষ্টার মামলা দায়ের করেন।

এই ঘটনায় মিরাজ জামান রাজের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিউটি খাতুন আমার মায়ের জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। সেই জমি উদ্ধারে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। আমার মামলায় আদালত থেকে কমিশন চলাকালীন বিউটি ও সাঈদ চেয়ারম্যানের বাহিনী আমার ওপর হামলা চালায়। জমির মালিকানা যেন বুঝে নিতে না পারি এবং আমাকে সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে সাঈদ চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিউটি বাদী হয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণ চেষ্টার মামলা করেন।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-এর দীর্ঘ তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র জমিজমার বিরোধের জের ধরে মামলাটিতে আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল।

আদালত মামলাটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ঘোষণা করে খারিজ করে দেন এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করার কারণে আদালত তাকে আইনের ১৭ (১) ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

এই ঘটনায় আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার অপরাধে আদালত আইনের ১৭(১) ধারায় বিউটি খাতুনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রেক্ষিতে ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করলে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

১৮ বছর ধরেও ঠিক হয়নি ঝিনাইদহের জিথর মধ্যপাড়া রাস্তা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৩নং ফুরসন্ধি ইউনিয়নের জিথড় মধ্যপাড়া গ্রামের প্রায় ২৫ ঘর হিন্দু পরিবার রাস্তার অভাবে চলাচলের অসুবিধা ও মানবেতর জিবন যাপন করছে ।প্রায় ১৮ বছর ধরে এই সমস্যার মধ্য দিয়ে জিথড় মধ্যপাড়া গ্রামবাসীরা দিন যাপন করছে।

চলাচলের জন্য যতটুকু পথ আছে তা একজন ব্যক্তি মালিকানা জমির উপর দিয়ে। জিথড় গ্রামের শুশিল মন্ডল ও সুনিল মন্ডলের জিথড় ভবানীপুর মৌজার ১০৫৮ ও ১০৫৯ দাগের জমির পাশ দিয়ে এই চলাচলের পথ।

এখানে একই মৌজার ৯ নং দাগের সরকারি খাস জমির উপর দুইটি মন্দির রয়েছে রয়েছে একটি পুরাতন মন্দির যেখানে বর্তমানে পূজা অর্চনা হয় না।

বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধিনে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র নামে শিশুদের পাঠদান করানো হচ্ছে। পাশেই নতুন রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরাতন মন্দিরটি সরকারি খাস জমির উপর নির্মাণ করার সময় জিথড় মধ্যপাড়া গ্রামবাসীরা চলাচলের রাস্তার কথা বললে পাশের জমির

তাদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা দেবে না।

তবে এখন যেহেতু ঐ পুরাতন মন্দিরে পূজা অর্চনা হয়না পাশে যেহেতু নতুন মন্দির হয়েছে সেহেতু ঐ মন্দিরের সিড়ি এবং বারান্দার কিছু অংশ ভেঙ্গে রাস্তা করা যেতে পারে। তবে একাজ করলেও পাশের জমিওযালাদের রাস্তার জন্য জমি কিছু হলেও ছাড়তে হবে।